BIGGAPONER VASHA
APBNG-604-SEC-4

সেকালের বাংলা বিজ্ঞাপন

BY

DR. SOUMYABRATA BANDOPADHAYA

ASSISTANT PROFESSOR

DEPT. OF BENGALI

SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

BANKURA UNIVERSITY

কোন বিষয় সম্পর্কে জনগণকে বিশেষভাবে জানানোর উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয় বিজ্ঞাপন।

সুতরাং বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত ভাষাটি অবশ্যই হতে হবে জনগণের বোধগম্য এবং জনসংযোগের উপযোগী।

একজন বাবু বগি করিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার বাটী কলিকাতা হইতে কিছু দূর। গাড়িখানি মন্থর গতিতে অতি ধীরে ধীরে যাইতেছে। ঘোড়াটি টেঁকচাঁদ ঠাকুরের পক্ষীরাজ বংশ। বেতো ঘোড়ার বাবা। সপাসপ্ চাবুক পড়িলেও চাল বিগড়ায় না। বাবু পথিমধ্যে নিজ গ্রামস্থ কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কহিলেন, 'শিরোমনি মহাশয়! আমার গাড়িতে আসুন'। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, 'বাবু! আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, শীঘ্র বাটী যাইতে হইবে'।

(রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল একাল' থেকে)

কলকাতা/রাজনারায়ণের কলমে

রাজনারায়ণ বসুর কলমে যে-কলকাতার ছবি, সেটা গত শতকের গোড়ায়। কিন্তু আজকের এই দ্রুতগামিতার যুগেও কলকাতার বহুমানুষের মনের কথাটা যেন সেকালের শিরোমনি মশায়ের মতই। শীঘ্র বাটী যাইতে হইবে, অতএব হাঁটাই শ্রেয়। এই মনোভাবের কারণ কি? কারণ একটাই। যানবাহনের গতিহীনতা। কলকাতা শহরে জনতা বেড়েছে। জনপদ বেড়েছে। জনপথ বাড়ে নি। বাড়ন্ত জনসংখ্যার তুলনায় পথ-ঘাট সংকীর্ণ। তাই প্রতি মুহূর্তেই যানবাহনের গতি মন্থর। দ্রুতগামী যানও যেন বেতো ঘোড়ার বাবা।

এই সংকটের একমাত্র সমাধান ভূগর্ভ রেল। তারই প্রস্তুতিপর্ব চলছে। কলকাতার মানুষ এগিয়ে দিয়েছে সহযোগিতার হাত। আমরা এগিয়ে দিয়েছি শ্রমের মুঠি। এই দুয়ের যোগফলে গড়ে উঠবে নতুন কলকাতা। গতি এবং প্রগতির।

MD

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ রেল

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

"আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরে শ্যাকরা-গাড়ি ছুটছে তখন ছড়ছড় করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না মোটর-গাড়ি। তখন কাজের এত বেশি হাঁস-ফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবোতে চিবোতে, কেউ বা পাল্কি চ'ড়ে, কেউ বা ভাগের গাড়িতে।"

রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' থেকে

এ কাহিনী গত শতাব্দীর। তারপর সেই রয়ে-বসে পান-চিবোনো পায়ে-চলতি যুগটাকে রবীন্দ্রনাথ একাই এগিয়ে নিয়ে গেছেন যুগান্তরে। এগিয়ে চলাই ছিল তাঁর মন্ত্র। এগিয়ে চলতে হবে আমাদের এই নতুন যুগকেও। ছ্যাকড়া গাড়ির ছন্দে নয়। আরো জোরে।

রবীন্দ্রনাথের কলকাতা

কিন্তু যাব কি করে, এ প্রশ্ন শহরবাসী সকলের। কারণ ইচ্ছার গতি যত দ্রুত, যান-বাহনের গতি তার চেয়ে অনেক মন্থর। মন্থর এবং সংখ্যায় স্বল্প। আমরা জানি। জানি বলেই খুঁড়িয়ে-হাঁটা এই শহরের মাটি খুঁড়ছি ভূগর্ভ-রেল পাততে। এর অনেকখানি আজ এখনও পরিকল্পনা। কিন্তু আগামীকাল এক যুগান্তর। তখন শুধু মানচিত্র পালটাবে না কলকাতার। পালটাবে এই জনবহুল শহরের গতি ও প্রগতির মান।

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ রেল

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

সাধারণত সাহিত্যিক ভাষায় বিজ্ঞাপন লেখা হয় না। বা বিজ্ঞাপনের ভাষায় সাহিত্যগুণ থাকা বাধ্যতামূলক নয়।

তবু সেকালের বিজ্ঞাপনে বিশেষত কোন সরকারি সংস্থার বিজ্ঞাপনে সাহিত্যিক ভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। একালের বিজ্ঞাপনে যা একেবারেই চোখে পড়ে না।

'উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক'

রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছেন,

'একদা, মহাত্মা গোখলে যখন সার্বজনীন অবশ্যশিক্ষা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তখন সবচেয়ে বাধা পেয়েছিলেন বাংলা প্রদেশের কোনো কোনো গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকে।' রবীন্দ্রনাথও বাধা পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কথায় 'নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা, সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি, মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তারপরে যথাসময়ে অন্যভাষা আয়ত্ব করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না; ইংরেজীর অতিপ্রচলিত জীর্ণ বাক্যাবলি সাবধানে সেলাই করে কাঁথা বুনতে হয় না।'

'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ।' জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকালপূর্বে একদিন বলেছিলেন আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজি শিক্ষায় মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল, আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তবে আশাকরি, পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।

একথার পুনরাবৃত্তি করেছেন, ১৯৬৬ সালে 'কোঠারী কমিশন'। একথার পুনরাবৃত্তি করেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক সিলেবাস কমিটি। একথার পুনরাবৃত্তি করেছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য সরকার।

বামফ্রন্ট সরকার তাই সিদ্ধান্ত করেছেন প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রথম ভাষা হবে মাতৃভাষা। ষষ্ঠশ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত 'প্রয়োজনের' ভাষা হিসেবে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজী বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে।

• পশ্চিমবঙ্গ সরকার—

আপনার ঐতিহ্য, আপনার গৌরব
আপনার সম্পদ

বাংলার তাঁতের কাপড় অনেকদিন ধরেই রুচিসম্পন্ন মানুষের কাছে আকর্ষণীয়। কাপড়ের বুনোট, জমি, নকসা ও উৎকর্ষ বরাবরই খুব উচ্চমানের। আপনার রুচিশীল মনের চাহিদা পূর্ণ করতে এই তাঁতের কাপড় এনেছে এক নতুন ধারা, এক নতুন জোয়ার।

বালুচরী, জামদানী, বিষ্ণুপুর টাঙ্গাইল, মুর্শিদাবাদ, ধনেখালি ও শান্তিপুর এবং পলিয়েষ্টার, বেডকভার, বেডশীট যা আজও ক্রেতা ও সমঝদার, সবরকমের মানুষের চাহিদা পূরণ করতে অপরিহার্য।

তেমনি বাংলার কুটির ও হস্তশিল্পজাত সামগ্রী শুধু এখানেই নয়, বিদেশেও নজর কেড়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের হস্তশিল্পীদের কাজ, যেমন বাঁকুড়ার পোড়ামাটির কাজ বা ঢোকরা শিল্পীদের কাজ খুব উচ্চমানের শিল্পনিদর্শন। তাছাড়া রয়েছে ছৌ নৃত্যশিল্পীদের মুখোশ এবং শোলার বিভিন্ন ধরণের আকর্ষণীয় হাতের কাজ। এই ধরণের বিভিন্ন শিল্পবস্তু যা আজ আপনার ও আমার ঘরের শোভা বাড়িয়েছে।

আসুন, দেখুন এবং কিনুন।
যা রয়েছে আপনার সামর্থ্যের মধ্যে

প্রাপ্তিস্থান ঃ
তাঁতের কাপড় 'তন্তুজ' ও 'তন্তুশ্রী'
হস্তশিল্প সামগ্রী ঃ 'মঞ্জুষা' ও 'গ্রামীণ'

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৪৯৫২/৮৫

অসতর্কতার পরিণাম মৃত্যুও হ'তে পারে—নিরপত্তার জন্য পথ চলার নিয়ম মেনে চলুন।

পথচারীরা

কি করবেন—

পথ চলার সময় ফুটপাথ ব্যবহার করুন জেব্রা লাইন, ওভারব্রীজ অথবা সাবওয়ে দিয়েই রাস্তা পারাপার করবেন। রাস্তা পার হ'বার আগে প্রথমে ডানদিকে পরে বাঁদিকে তারপর আবার ডানদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি সোজাসুজি পার হবেন।

রাস্তার মধ্যে আইল্যাণ্ড থাকলে দু'বারে রাস্তা পার হ'বেন যেন দু'টি আলাদা রাস্তা পার হচ্ছেন।

রাস্তা পার হবার সময় কমপক্ষে ৫০ মিটার দূর থেকে গাড়ীর চালক যেন আপনাকে দেখতে পায়।

যানবাহন নিয়ন্ত্রণের সংকেত এবং রাস্তার চিহ্নগুলি ভালভাবে জানুন যানবাহান নিয়ন্ত্রণের নির্দ্দেশ মেনে চলুন।

কি করবেন না—

দৌড়ে রাস্তা পার হবেন না।

দাঁড়ানো গাড়ীগুলির পিছন অথবা মাঝখান দিয়ে রাস্তা পার হবেন না। দু'জনের বেশী দল বেঁধে রাস্তায় হাঁটবেন না।

চলন্ত যানবাহনের ভীড়ের মধ্যে রাস্তা পার হবার চেষ্টা করবেন না। বিরতি পেলে তবেই পার হবেন।

জেব্রা লাইনের উপরে মন্থর গতিতে চলাফেরা করবেন না।

নং—৫৭৬০ আই. সি. এ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র
সরকার কিংবা কোন
সরকারি সংস্থা যে বিজ্ঞাপন
দেয় সাধারণত তার ভাষা
বর্ণনাধর্মী হয়ে থাকে।
অনেক সময় প্রচার সেখানে
মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়

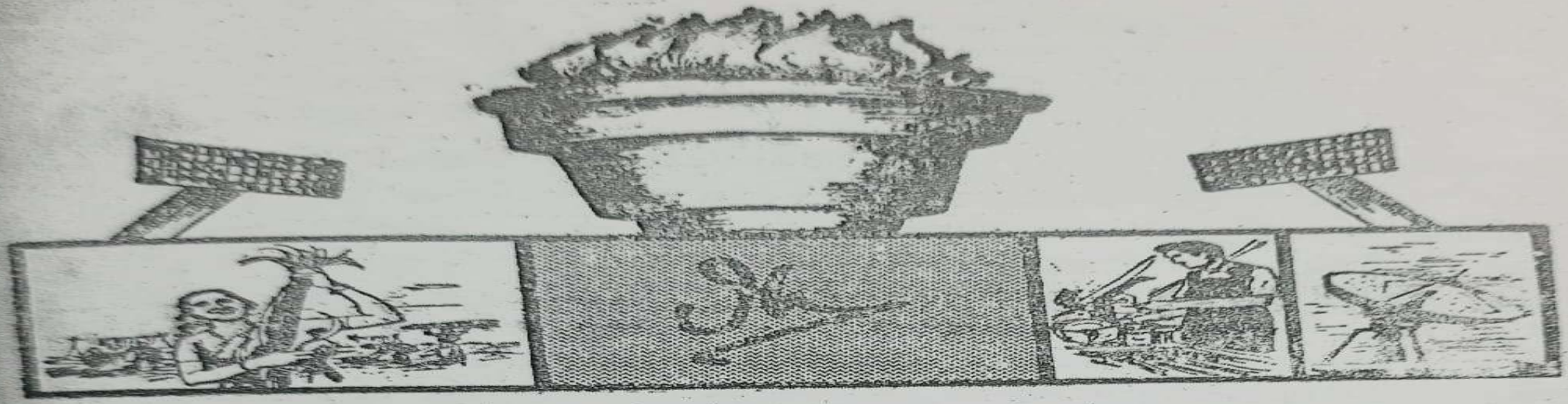

শ্রম এব জয়তে

নবম এশিয়ান গেমস্-এর বিপুল সাফল্যের পেছনে রয়েছে নেতৃত্ব, সংগঠন এবং কঠোর পরিশ্রম—যা সুবৃহৎ প্রকল্পগুলির দ্রুত রূপায়ণ এবং ভারতের সাংগঠনিক ক্ষমতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং যা ভারতকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছে।

স্টেডিয়ামগুলি রেকর্ড সময়ে তৈরী করা হয়েছে। সারা দেশে এবং বিদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ রঙীন টেলিভিশনে সরাসরি খেলা দেখেছেন। এই বিশাল কর্মযজ্ঞে কমপিউটার, ইলেকট্রনিক এক্সচেঞ্জ, মাইক্রোওয়েভ এবং উপগ্রহ সংযোগকে যুক্ত ও দক্ষ ভাবে কাজে লাগানো হয়েছে।

দীপশিখা প্রজ্বলিত রাখুন

এশিয়াডে যে মনোভাব নিয়ে আমরা কাজ করেছি আসুন জাতীয় প্রয়াসের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও আমরা তা ছড়িয়ে দিই।

আমাদের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য এই গতি অব্যাহত রাখা আমাদের কর্তব্য। আমাদের প্রত্যেককেই এজন্য সচেষ্ট হতে হবে।

শক্তিশালী দেশ গঠনে
আসুন আমরা সকলে মিলেমিশে কাজ করি

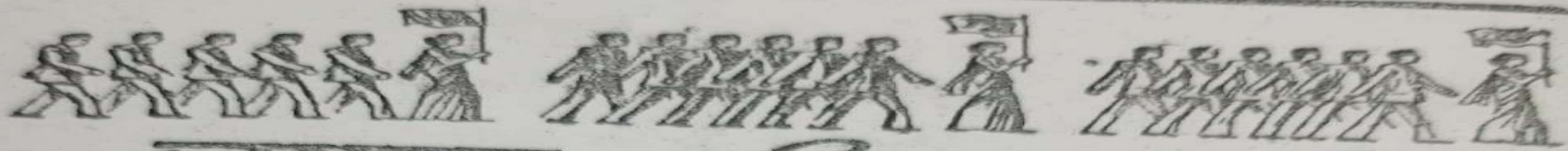

আসুন এগিয়ে চলি

নবম এশিয়ান গেমস্-এর আয়োজক দেশ হিসেবে আমাদের সাফল্যের জন্যে ভারত সমগ্র বিশ্বের কাছ থেকে অভিনন্দন লাভ করেছে।
স্টেডিয়ামগুলি রেকর্ড সময়ে তৈরী করা হয়েছে। সারা দেশে এবং বিদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ রঙীন টেলিভিশনে সরাসরি খেলা দেখেছেন। এই বিশাল কর্মযজ্ঞে কমপিউটার, ইলেকট্রনিক এক্সচেঞ্জ, মাইক্রোওয়েভ এবং উপগ্রহ সংযোগকে সুষ্ঠু ও দক্ষভাবে কাজে লাগানো হয়েছে।

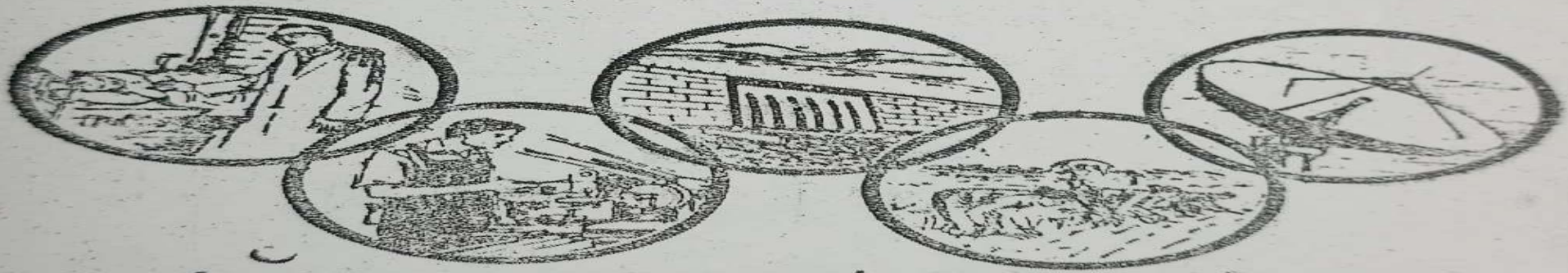

সংঘবদ্ধ প্রয়াস এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব এটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
আমরা যদি এই মনোভাব নিয়ে কাজ করি তবে জাতীয় উন্নয়নের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনুরূপ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

শক্তিশালী দেশ গঠনে
আসুন আমরা সকলে মিলেমিশে
কাজ করি

পশ্চিমবঙ্গে মাঝারী ও বড় শিল্পস্থাপনের পরিকল্পনা থাকলে আমাদের কাছে আসুন

নতুন শিল্পস্থাপনের (যার যন্ত্রাংশ বাবদ বিনিয়োগ ২০ লক্ষ টাকার বেশী) অথবা বর্ত্তমান শিল্পের সম্প্রসারণ যাই করতে চান, শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমরা আপনাকে নানাভাবে সাহায্য করতে পারি।

শিল্প নির্বাচন থেকে শুরু করে উৎসাহবর্ধক নানারকম সরকারী অনুদান এবং মেয়াদী ঋণ আমরা দিতে তো পারবই এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপনেও সহায়তা করব।

শিল্পোন্নয়নে সহায়তার নির্ভরযোগ্য নাম ঃ

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন পর্ষৎ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

২৩এ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১

টেলিফোন ঃ ২২-৮৩৮৫ (৫ টি লাইন)

টেলেক্স ঃ ০২১-৭৫৫৮—বি-আই-ডি-সি—ইন

পশ্চিমবঙ্গে নতুন মাঝারী বা বড় শিল্প স্থাপন বা বর্তমান শিল্পের সম্প্রসারণের পরিকল্পনা থাকলে আমাদের কাছে আসুন

আপনার প্রস্তাবিত শিল্পে যন্ত্রাংশ বাবদ বিনিয়োগ যদি ৩৫ লক্ষ টাকার বেশী হয় তবে শিল্প নির্বাচনে সাহায্য এবং সরকারী নিয়মকানুন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া ছাড়াও আমরা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৯০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত মেয়াদী ঋণ, ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সীড ক্যাপিটাল, শেয়ারে বিনিয়োগ, ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারী অনুদান, রাজ্য সরকার ঘোষিত নানারকম সুদমুক্ত ঋণ ও অনুদান দিতে পারি।

শিল্পোদ্যোগীর দেয় প্রায় ২০ শতাংশ বিনিয়োগ যদি আপনি করতে পারেন তবে যোগাযোগ করুন ঃ

ডেপুটি ম্যানেজার (পাবলিক রিলেসনস্)
ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইনডাষ্ট্রিয়াল ডেভালপমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ
২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড (নবম তল)
কলিকাতা-৭০০ ০০১ ফোন ঃ ২২-৮৩৮৫ (পাঁচটি লাইন)
অথবা
বি-১৪, সোয়ামী নগর, নতুন দিল্লী-১১০ ০১৭
ফোন ঃ ৬৬৬২৭৬

তন্তুশ্রী—বাংলা সেরা তাঁতের কাপড়।

বাংলার তাঁত শিল্পের লজ্জায়, বুননে, বৈচিত্র্যে ও শিল্পরুচিতে যুগান্তর সৃষ্টিকারী

নাম তন্তুশ্রী

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ কলিকাতা, ত্রিপুরা (আগরতলা), নিউদিল্লী, মাদ্রাজ, সিন্ধ্রী (বিহার) ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র

ওয়েষ্ট বেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম এণ্ড পাওয়ারলুম ডেভলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ
(পঃ বঃ রাজ্য সরকারের সংস্থা)
৬-এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (৭ম তল)
কলিকাতা-১৩
মার্কেটিং বিভাগ ঃ ১এ, অভয় গুহ রোড,
কলিকাতা-৯

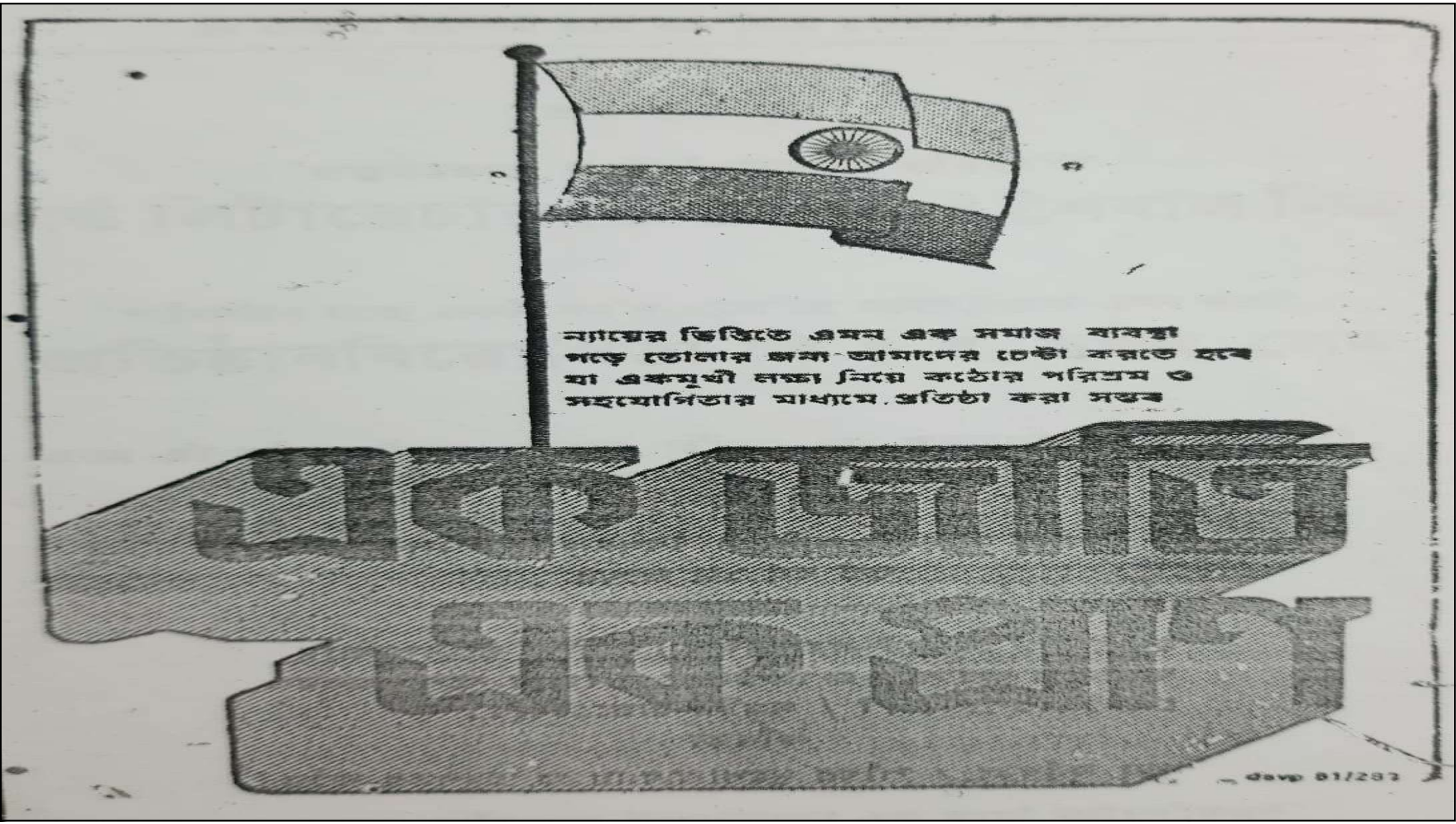
ন্যায়ের ভিত্তিতে এমন এক সমাজ ব্যবস্থা
গড়ে তোলার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে
যা একমুখী লক্ষ্য নিয়ে কঠোর পরিশ্রম ও
সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব

সেকালের বিজ্ঞাপনের বড়
অংশ জুড়ে থাকতে দেখা
যেত বিভিন্ন মনীষীর বাণী।
বিখ্যাত সাহিত্যিকদের
বিভিন্ন সৃষ্টি থেকে উদ্ধৃতি
ব্যবহারের প্রচলন ছিল
সেকালের বিজ্ঞাপনে।

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির লঙ্ঘিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের ১২২ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে
আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি ৪২০৪।৮৩

"দারিদ্র্য দূর করার যাদুমন্ত্র একটিই আর তা হলো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে শৃংখলাবোধের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করা।"

—ইন্দিরা গান্ধী

সত্যমেব জয়তে—শ্রমেব জয়তে

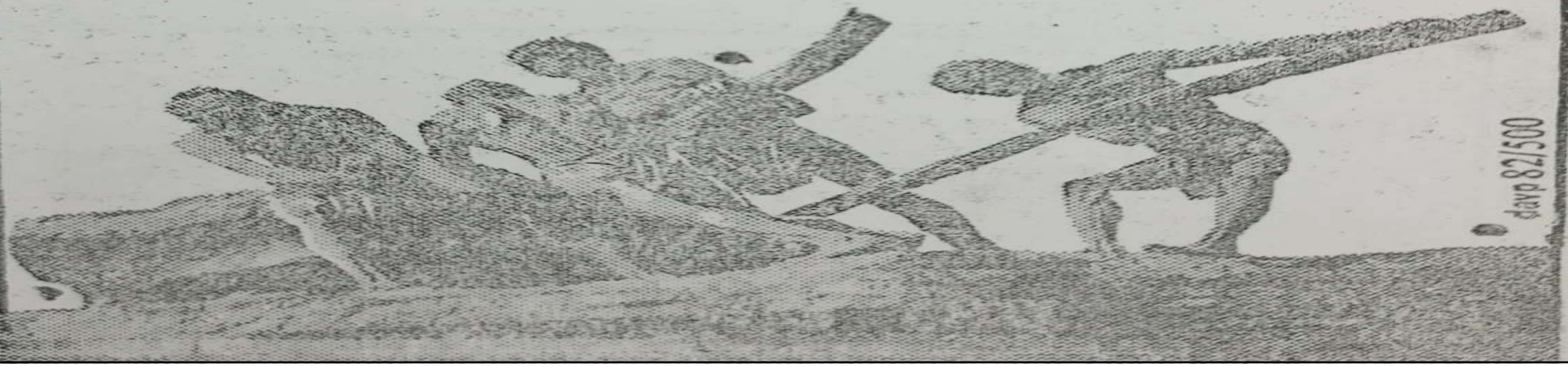

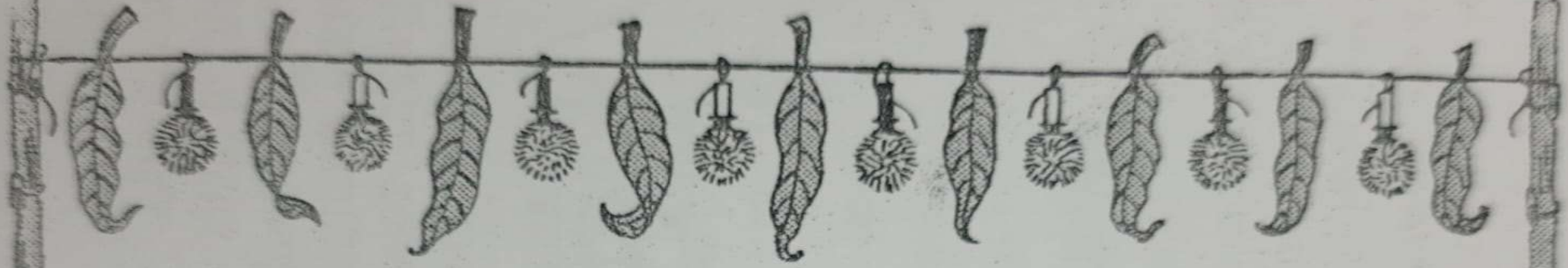

“ দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল-কলস।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জনগণের সেবায়—

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBIPUB 182

"চেয়ে দেখো, হে বিষাদ—
একটু সুখের মুখ দেখবে বলে
আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে
চুল সাদা করে আহম্মদের মা।
হে বিষাদ,
তুমি আমার হাতের কাছ থেকে সরে যাও
জল আর কাদায় ধান রুইতে হবে।
হে বিষাদ,
হাতের কাছ থেকে সরে যাও
আগাছাগুলো নিড়োতে হবে।..."

দামোদর ভ্যালী
কর্পোরেশন

ছড়া বরাবরই বাঙালির একটি প্রিয় সাহিত্যিক উপাদান।

সহজপাঠের ছড়াগুলি বাঙালির প্রাণের সম্পদ।

বিজ্ঞাপনে তাই ছড়া ব্যবহারের রীতি লক্ষ্য করা যায়।

ই ঈ

ইউবিআই-তে ব্যাঙ্ক বোঝায়
ঈশানবাবু টাকা জমায়।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

মিলে সবে ভারত সন্তান
করি পূজা হয়ে এক প্রাণ

সকল ভারতবাসীর
একাত্মবোধ জেগে উঠুক
মাতৃপূজার প্রাঙ্গণে

ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ
১৭, আর এন মুখার্জী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০১
রেজিঃ অফিস ঃ ৭, রেড ক্রস প্লেস কলিকাতা-৭০০ ০০১

Progressive—UIB-H/84

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপি সব ঘরে ঘরে।
রাখিবে তণ্ডুল তাহে এক মুষ্টি করে॥
সঞ্চয়ের পন্থা ইহা জানিবে সকলে।
অসময়ে উপকার পাবে এর ফলে॥

॥ ব্রতকথা ॥

টাকা জমানোর পথও একটাই—একমুঠো চালের মত, নিয়মিত যত টাকা সম্ভব ইউবিআইতে রাখা। ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয় সংসারে চিরকাল লক্ষ্মীশ্রী বজায় রাখবে। ইউবিআইতে টাকাটা নিরাপদ থাকবে, সুদে বাড়বে আর তোলাও বেশ সুবিধেজনক।

ইউবিআই আপনার শুভার্থী প্রতিবেশী।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

বিশেষত পুজোর সময় বিভিন্ন পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় বা অন্যান্য জায়গাতেও যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তার ভাষা হয় আবেগময়। একটা সম্প্রীতির, সৌহার্দের বার্তা সেই বিজ্ঞাপনগুলির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়।

উৎসবের দিপালি

নিবিঘ্ন নিরুদ্বেগ হোক।
আনন্দময় হোক পরস্পরের সৌহার্দ্য,
সম্প্রীতি ও সখ্যে। দুঃখ সকলে মিলে
ভাগাভাগি করে নিলে, যে-টুকু
সম্পদ আমাদের আছে, প্রত্যেকের
ভাগে কিছু কিছু পড়লে—সুখের পিছনে
ছুটতে হবে না, সুখ আপনি এসে ধরা দেবে
আমাদের হাতে।

ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ ১৭, আর এন মুখার্জী রোড ● কলিকাতা-৭০০ ০০১
রেজিঃ অফিস ঃ ৭, রেড ক্রস প্লেস ● কলিকাতা-৭০০ ০০১

Progressive-UIB-23/83

হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা—শহর থেকে দূরে

শরতের মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলায় মত্ত বন পাহাড়ের সঙ্গে কটাদিন কাটিয়ে আসুন কালিম্পং-এর লগ কেবিনে। ভারতের সর্বপ্রথম কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী বাড়ী। আধুনিক আরামদায়ক বন্দোবস্ত। বিশ্রাম করুন অথবা জঙ্গলে হেঁটে বেড়ান, জীবন উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

—বিশদ বিবরণের জন্য—

পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, ৮ম তল
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

"সকলের সেবায় অরণ্য"

ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলির বিজ্ঞাপনের ভাষা সাধারণত বর্ণনাধর্মী হয়ে থাকে।

'পলিসি' বিক্রি যেহেতু মুখ্য উদ্দেশ্য, তাই জনগনকে বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক অবহিত করার প্রবণতা তাদের বিজ্ঞাপনের ভাষায় ধরা পড়ে।

এখন আপনার সঞ্চয়ে সুদ অনেক বেশী পাবেন
আপনার টাকা দ্বিগুণেরও বেশী হবে
মাত্র ছ বছরে
জাতীয় সঞ্চয়পত্র (ষষ্ঠ পর্যায়) কিনুন

এই নতুন পর্যায়ে, একশ' 'টাকা ছ' বছরে ২২০১,৫০ টাকায় দাঁড়াবে। বছরে শতকরা সুদ বারো টাকা যা ছ' মাস অন্তর চক্রবৃদ্ধি হারে হিসাব করা হবে।

এছাড়া জাতীয় সঞ্চয়পত্রের সপ্তম পর্যায়ও হ'ল নতুন। এতে বছরে শতকরা বারো টাকা হারে সুদ ছ' মাস অন্তর দেওয়া হবে এবং মূল টাকা ছ' বছর পরে ফেরত পাওয়া যাবে।

দুটি পর্যায়ের সঞ্চয়পত্রই (ন্যাশনল সেভিংস সার্টিফিকেট) তিন বছর পর ভাঙানো যাবে। লগ্নির সীমার বাঁধাবাঁধি নেই। মনোনয়নের সুবিধা আছে। টাকা স্থানান্তর করা যায়। আর আছে পরিচয়-পত্র (আইডেনটিটি স্লিপ) রাখার সুবিধা। আয়কর হিসাবের জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র ডাকঘর থেকে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত লগ্নিতে সম্পদ কর লাগবে না। অন্যান্য নির্ধারিত লগ্নির সুদ সমেত বছরে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত সুদ করমুক্ত। যে কোনও ব্যক্তি, একক ভাবে অথবা অন্যের সঙ্গে যৌথ ভাবে এই সার্টিফিকেট যে কোনও ডাকঘরে কিনতে পারেন।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
—যে কোনও অনুমোদিত এজেন্ট
—জেলা সঞ্চয় আধিকারিক, কে/অ জেলা কালেকটোরেট
—নিকটতম ডাকঘর
—আঞ্চলিক আধিকারিক, জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা (রাজ্য/কেন্দ্রীয়-সরকার)
অথবা এই ঠিকানায় লিখুন—

ন্যাশনল সেভিংস
অর্গানাইজেশান
১২, সেমিনারী হিল্‌স্
নাগপুর—৪৪০০০৬

বিজ্ঞাপনে ছবির গুরুত্ব
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে
ভাষার গুরুত্ব বা ভাষা
ব্যবহার কমে এসেছে।

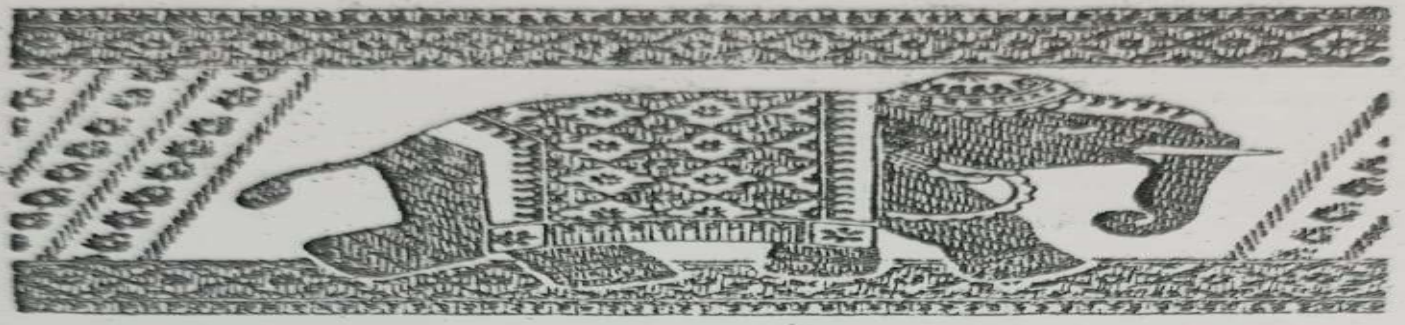

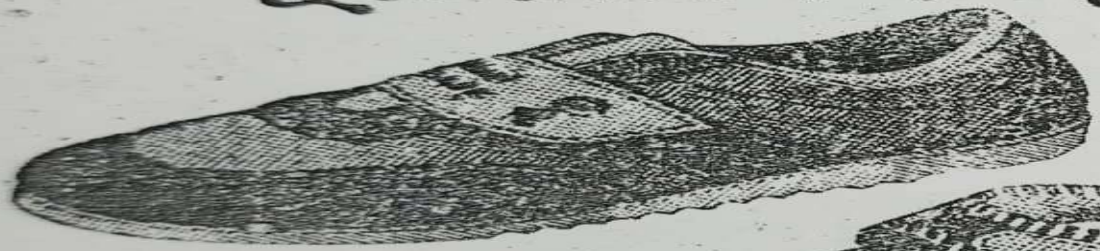

পুজোয় চাই নতুন জুতো
বাব্‌লগামার্স ১০
সাইজ ৫-৮, ২-১১
টা. ৪২.৯৫, ৪৬.৯৫
শারী ক্রেয়ার ২৩
সাইজ ৩-৭
টা. ১০৯.৯৫
পাওয়ার ইউ ১ জগার
সাইজ ৬-১০
টা. ১৮৯.৯৫
Bata
by choice

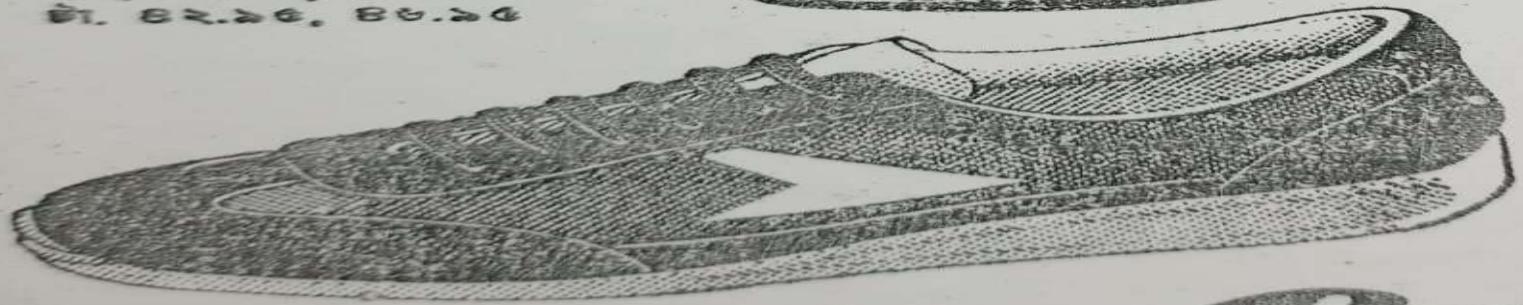

সুতরাং

দেখা গেলো সে যুগে বিজ্ঞাপনে ভাষা ব্যবহার ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলা ভাষার বিজ্ঞাপনে অন্য ভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যেত না সেকালে।

ধন্যবাদ